রাজা ওরফে আয়প্পান

বনাম

তামিলনাড়ু রাজ্য

(২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১১২০)

১লা এপ্রিল, ২০২০

[এস.আব্দুল নাজির এবং দীপক গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

সন্ত্রাসবাদী ও বিপর্যয়মূলক কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৭-ধারা ১৫-স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা-আপিলকারীর আবেদন যে অভিযুক্ত স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার সময় একটি মুক্ত পরিবেশে নথিভুক্ত করা হয়নি এবং আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি এবং তাই স্বীকারোক্তিটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ এটি স্বেচ্ছাসেবী ছিল না-স্থির করা হয়েছেঃ তৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী-২৮ (পিডব্লিউ-২৮) দ্বারা স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করা হয়েছিল-পি.ডাব্লিউ.-২৮-এর সাক্ষ্যে, এমন কিছু দেখানো হয়নি যে আপিলকারী-অভিযুক্তকে আইনের ধারা ১৫ এবং টি.এ.ডি.এ. বিধির বিধি ১৫(৩) অনুসারে সতর্ক করা হয়েছিল-এই নিয়মগুলি মেনে চলা কোনও খালি আনুষ্ঠানিকতা বা কেবল প্রযুক্তিগত বিষয় নয় কারণ এই বিধানগুলি ভারতের সংবিধানের ধারা ২১ অনুসারে ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি আইনী উদ্দেশ্য পূরণ করে - নথিতে থাকা সম্পূর্ণ কার্যধারায় অভিযুক্তের কাছ থেকে নেওয়া প্রশ্ন এবং উত্তর সহ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে মনের প্রয়োগ প্রতিফলিত হওয়া উচিত - কেবল একটি শংসাপত্রে নথিভুক্ত করা কেবল নিয়মের প্রযুক্তিগত পালন হিসাবে গণ্য হবে তবে এটি বিবৃতির স্বেচ্ছাচারিতা প্রমাণ করবে না - এটা স্পষ্ট যে পি.ডাব্লিউ.-২৮ দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্ন এবং প্রাপ্ত উত্তর এবং আপিলকারী যেভাবে বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে সমস্ত ভিত্তি যার উপর ভিত্তি করে এটি খুঁজে বের করা হবে যে বিবৃতিটি স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়েছিল কিনা - পি.ডাব্লিউ.-২৮ কেবল তাকে ব্যাখ্যা করেছে যে তাকে কেবল বিবৃতি নথিভুক্ত করার জন্য হাজির করা হয়েছিল - তিনি আপিলকারীকে ব্যাখ্যা করেননি যে তাকে স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার জন্য হাজির করা হয়েছিল - সুতরাং, বিবৃতির স্বেচ্ছাচারিতা প্রমাণ করার জন্য নথিতে কিছুই নেই - আপিলকারীর স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে - ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ - ধারা ১৬৪ - ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ২১ - সন্ত্রাসবাদী ও বিধ্বংসী কার্যকলাপের বিধি - ধারা ১৫(৩)।

সন্ত্রাসবাদী ও বিপর্যয়মূলক কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৭: ধারা ১৫-পৃথক বিচারে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি-আপিলকারীর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য-স্থির করা হয়েছেঃ গ্রহণযোগ্য নয়-ধারা ১৫-এ বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে নথিভুক্ত করা স্বীকারোক্তি অপরাধের জন্য সহ-অভিযুক্তের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে অভিযুক্ত স্বীকারোক্তি দেয় তার সাথে একই মামলায় বিচার করা হবে-যদি কোনও কারণে, যৌথ বিচার অনুষ্ঠিত না হয়, তবে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি অন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা যায় না, যিনি একই মামলায় পরবর্তী সময়ে বিচারের মুখোমুখি হবেন - যেহেতু অন্য দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার পৃথক ছিল, তাই তাদের স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং একই আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে নেওয়া যায় না-আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত/দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

আদেশঃ ১.১) এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে একটি স্বীকারোক্তি যা তার স্বেচ্ছাসেবকতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়, প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রলোভন, হুমকি বা প্রতিশ্রুতির কারণে সৃষ্ট স্বীকারোক্তিকে স্বেচ্ছাসেবী স্বীকারোক্তি হিসাবে অভিহিত করা যায় না। স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছামূলক কিনা তা মূলত সত্যের প্রশ্ন। [অনুচ্ছেদ ১৬] ১১১২১-বি]

পাকালা নারায়ণ স্বামী বনাম সম্রাট ১৯৩৯ পিসি ৪৭; রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) বনাম নভজ্যোত সান্ধু (২০০৫) ১১ এসসিসি ৬০০: [২০০৫] ২ সম্পূরক এসসিআর ৭৯-নির্ভরশীল।

১.২) টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ (১) ধারাটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প যা উক্ত আইনের অধীনে কোনও অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার জন্য। আইনের এই বিধানটি সাক্ষ্য আইনের ২৫ থেকে ৩০ ধারার বিধান থেকে বিচ্ছিন্ন। টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারা সাক্ষ্য আইন এবং ফৌজদারি কার্যবিধি থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে। কর্তার সিং-এ, এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ, উক্ত বিধানের বৈধতা বহাল রেখে, স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার সময় অনুসরণ করার জন্য কিছু নির্দেশিকা জারি করে।এই নির্দেশিকাগুলি নিশ্চিত করার জন্য জারি করা হয়েছিল যে পুলিশ সুপারের চেয়ে কম পদমর্যাদার কোনও পুলিশ অফিসারের দ্বারা অপরাধ-পূর্ব জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত স্বীকারোক্তি কোনও দোষের দ্বারা কলঙ্কিত নয়, তবে স্বীকৃত এবং স্বীকৃত নান্দনিক নীতি এবং মৌলিক ন্যায্যতার সাথে কঠোরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। [অনুচ্ছেদ ১৭] [১১২১-এইচ; ১১২২-এ-বি]

২.১) আপিলকারী (ডিডব্লিউ-১) তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে তাকে ১৯.০৫.২০০৭-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পুলিশ তাকে নির্যাতন করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ২২.০৫.২০০৭-এ তাকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল এবং আদালত তাকে ২৫.০৭.২০০৭ পর্যন্ত রিমান্ডে নিয়েছিল। পিডব্লিউ-২৭ অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতের অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করে এবং ২৫.০৭.২০০৭ থেকে ২৭.০৭.২০০৭ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত পায়। ২৫.০৭.২০০৭-এ, যখন আপিলকারী পুলিশের গাড়িতে বসেছিলেন, তখন ইন্সপেক্টর তাকে বলেছিলেন যে তাকে কিছু কাগজপত্র স্বাক্ষর করতে হবে, অন্যথায় তাকে পুলিশ হেফাজতে হত্যা করা হবে।একই দিনে যখন তাঁকে মনোনীত আদালতে আনা হয়, তখন তিনি বিচারককে একই কথা জানান এবং একটি পিটিশন দেন যে পুলিশ তাঁকে নির্যাতন করেছে এবং অভিযুক্ত ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। যখন তাঁকে আবার মনোনীত আদালতে হাজির করা হয়, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নথিভুক্ত করার পর, তিনি আরেকটি পিটিশন দেন যে তিনি পিডব্লিউ-২৮-এর সামনে কোনও অপরাধমূলক বিবৃতি দেননি। [অনুচ্ছেদ ১৯] [১১২৪-৪ ১১২৫-এ-বি]

২.২) ২৬.০৭.২০০৭ তারিখে, পি.ডাব্লিউ-২৯ আপিলকারীকে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট পি.ডাব্লিউ.-২৮ এর সামনে হাজির করেন। পি.ডাব্লিউ.-২৮ তার জেরায় বলেন যে ২৬.০৭.২০০৭ তারিখে অভিযুক্তকে হাজির করার আগে পর্যন্ত অভিযুক্ত পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। ২৬.০৭.২০০৭ তারিখে, যদিও এটি নথি করা হয়েছে যে অভিযুক্তকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং উত্তরগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তবুও এমন কোনও নথি নেই যা দেখায় যে আপিলকারী-অভিযুক্তকে টি.এ.ডি.এ. আইনের ধারা ১৫ এবং টি.এ.ডি.এ. বিধির বিধি ১৫(৩) এর অধীনে প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ করা হয়েছিল। তার জেরায়, পি.ডাব্লিউ.-২৮ বলেছেন যে তিনি অভিযুক্তকে সতর্কীকরণ দিয়েছিলেন যা কোনও সমসাময়িক নথি দ্বারা সমর্থিত নয়। যেমনটি প্রদর্শনী পি-৫৭ তে দেখা যায়, আপিলকারীকে মাত্র দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং উত্তরগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যা টি.এ.ডি.এ. আইন এবং টি.এ.ডি.এ. বিধির অধীনে প্রয়োজনীয় কোনও সতর্কতা প্রতিফলিত করে না। পি.ডাব্লিউ.-২৮ এর প্রমাণ হল যে তিনি ২৬.০৭.২০০৭ তারিখে যে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন, সেই একই সতর্কবার্তা তিনি দিয়েছিলেন। এমন কোনও সমসাময়িক নথি নেই যা দেখায় যে সতর্কবার্তাটি ২৬.০৭.২০০৭ বা ২৭.০৭.২০০৭ তারিখে দেওয়া হয়েছিল। প্রদর্শনী পি-৫৭ অনুসারে জিজ্ঞাসা করা দ্বিতীয় প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নে, পি.ডাব্লিউ.-২৮ অভিযুক্তকে কেবল ব্যাখ্যা করেছেন যে তাকে কেবল তার বক্তব্য নথি করার জন্য হাজির করা হয়েছিল। তিনি অভিযুক্তকে ব্যাখ্যা করেননি যে তাকে স্বীকারোক্তি নথি করার জন্য হাজির করা হয়েছিল।

নিয়ম মেনে চলা কোনও খালি আনুষ্ঠানিকতা বা কেবল প্রযুক্তিগত বিষয় নয় কারণ এই বিধানগুলি ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত করা ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি আইনগত উদ্দেশ্য পূরণ করে। আইনে, এটি নিয়মগুলির প্রযুক্তিগত পালন নয়, তবে স্বীকারোক্তির স্বেচ্ছাসেবকতা সম্পর্কে প্রকৃত সন্তুষ্টি অনিবার্য। [অনুচ্ছেদ ২০,২১] [১১২৫-সি-এইচ; ১১২৬-এ]

৩.১) পুলিশ অফিসারের নথিভুক্ত করা স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে ধারা ১৬৪ সি.আর.পি.সি. এর অধীনে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নথিভুক্ত করা স্বীকারোক্তির সমতুল্য। সুতরাং, উক্ত স্বীকারোক্তিটি প্রমাণের একটি মূল অংশ। অতএব, ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা অনুসরণ করা সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা পুলিশ অফিসারেরও অনুসরণ করা উচিত ছিল। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে ধারা ১৬৪ সি.আর.পি.সি. এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টিতে পৌঁছেছে। যদি সন্দেহজনক হয়, তবে পুরো স্বীকারোক্তিটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত। [অনুচ্ছেদ ২২] [১১২৬-বি-সি]

৩.২) তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে পিডব্লিউ-২৮-এর দেওয়া প্রশ্ন এবং প্রাপ্ত উত্তর এবং অভিযুক্ত যে পদ্ধতিতে বিবৃতি দিয়েছে তার থেকে সমস্ত ভিত্তি খুঁজে বের করতে হবে যে বিবৃতিটি স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়েছিল কি না। যদি শংসাপত্রটি উপরের কোনও ইনপুট দ্বারা সমর্থিত না হয়, তবে শংসাপত্রটি প্রত্যাখ্যান করা দরকার। পুলিশ অফিসার নিজের কল্পনা থেকে এই জাতীয় শংসাপত্র নথিভুক্ত করতে পারবেন না এবং পুরো কার্যধারায় প্রতিফলিত হওয়া উচিত যে শংসাপত্রটি যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, বিবৃতির স্বেচ্ছাসেবকতা প্রমাণ করার জন্য নথিভুক্তে কিছুই নেই। প্রদর্শনী ডি-১ এবং ডি-২ এবং অন্যান্য পরিস্থিতি দেখাবে যে আপিলকারী স্বেচ্ছায় বিবৃতি দিতে পারতেন না। অতএব, আপিলকারীর স্বীকারোক্তি বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন। [অনুচ্ছেদ ২৩] ১১১২৬-সি-ই]

৪.১) বিবেচনা করার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল প্রমাণের ক্ষেত্রে অন্য দুই সহ-অভিযুক্তের বিবৃতি গ্রহণযোগ্য কি না। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি প্রমাণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য করার জন্য একটি যৌথ বিচার হতে হবে। যদি কোনও যৌথ বিচার না হয়, তবে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি প্রমাণের ক্ষেত্রে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাই, এটি অন্য সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে নেওয়া যায় না।কর্তার সিংয়ের এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ধারা ৩০ এবং

টি.এ.ডি.এ. আইনের ধারা ১৫ এর মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিবেচনা করে বলেছে যে, ১৯৯৩ সালের সংশোধনীর পর টি.এ.ডি.এ. আইনের ধারা ১৫ অনুসারে, সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।[অনুচ্ছেদ ২৪,২৮] [১১২৬-এফ-এইচ; ১১২৭-এ-সি]

কর্তার সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (১৯৯৪) ৩ এস. সি. সি ৫৬৯: [১৯৯৪] ২ এস. সি. আর ৩৭৫-অনুসরণ করা হয়েছে।

রাজ্য বনাম নলিনী এবং অন্যান্যরা (১৯৯৯) ৫ এস. সি. সি ২৫৩: [১৯৯৯] ৩ এস. সি. আর ১; জামিল আহমেদ বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০০৩) ৯ এস. সি. সি ৬৭৩-প্রযোজ্য নয়।

৪.২) তাত্ক্ষণিক মামলায়, কোনও সন্দেহ নেই, আপিলকারী পলাতক ছিলেন। এই কারণেই, অন্য দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে আপিলকারীর যৌথ বিচার অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। টি.এ.ডি.এ.র ধারা ১৫ আইনে বিশেষভাবে বিধান করা হয়েছে যে, নথিভুক্তকৃত স্বীকারোক্তি অপরাধের জন্য সহ-অভিযুক্তের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে এবং একই মামলায় যে অভিযুক্ত স্বীকারোক্তি দেয় তার সাথে একই মামলায় বিচার করা হবে। যদি কোনও কারণে যৌথ বিচার স্থির করা না হয়, তবে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি অন্য কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসাবে ধরে নেওয়া যাবে না, যিনি একই মামলায় পরবর্তী সময়ে বিচারের মুখোমুখি হবেন। যেহেতু অন্য দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আলাদা ছিল, তাই তাদের স্বীকারোক্তি বিবৃতি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে নেওয়া যায় না। মনোনীত আদালত আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। [অনুচ্ছেদ ৩১,৩৩,৩৪] [১১২৮-ই-জি; ১১২৯-ই-এফ]

অনন্ত দীক্ষিত বনাম রাজ্য ১৯৮৪ ফৌজদারি. এল.জে. ১১২৬-অনুমোদিত।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[১৯৯৪] ২ এস. সি. আর ৩৭৫	অনুসরণ করে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৫] ২ সম্পূরক এস. সি. আর ৭৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৫
১৯৩৯ পি. সি ৪৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৬
(২০০৩) ৯ এস. সি. সি ৬৭৩	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১৮
[১৯৯৯] ৩ এস. সি. আর ১	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৯
১৯৮৪ সি.আর.এল. এল.জে. ১১২৬	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ৩২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১১২০

ক্যালেন্ডার মামলা নং ১/২০০৭-এর ২ নং আদালতের (VM অতিরিক্ত দায়রা আদালত, চেন্নাই - ১০৪) সভাপতিত্বকারী বিচারকের ০৪.১২.২০০৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

এস. নাগামুথু, প্রবীণ আইনজীবী., ওয়াই. এ. রুনাগিরি, এম. পি. পার্থিবন, এ. এস. এস. বৈরাওয়ান, হার্দিক গৌতম, রাকেশ কে. শর্মা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

জয়ন্ত মুথ রাজ, প্রবীণ আইনজীবী, রয় আব্রাহাম, পি. ভি. দীনেশ, এম. যোগীশ কান্না, আইনজীবীরা উত্তরদাতার পক্ষে।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতি-

১)সন্ত্রাসবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৭ (সংক্ষেপে 'টি.এ.ডি.এ., আইন')-এর ১৯ ধারার অধীনে দায়ের করা এই ফৌজদারি আপিলটি ক্যালেন্ডার মামলায় চেন্নাইয়ের মনোনীত আদালত নং ২-এর প্রিজাইডিং বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে মনোনীত আদালত আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-খ ধারার অধীনে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং টি.এ.ডি.এ. আইনের ৩ (৩) ও ৪ (১) ধারার সাথে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-খ ধারার অধীনে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইন, ১৯০৮-এর ৫ ধারার সাথে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-খ ধারার অধীনে এবং সমস্ত আরোপিত সাজা একযোগে চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২)রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি সংক্ষেপে বলা যায় যে, ১৯৮৮ সালের জুন মাসে পলাতক অভিযুক্ত লঙ্গো ওরফে কুমারন ওরফে রবি ওরফে সন্তোষ এবং সুকু ওরফে সুকুমারন ওরফে কুমার তামিলনাড়ুকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে আতঙ্কিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভবনগুলিতে বোমা বিস্ফোরণের উদ্দেশ্যে 'তামিলার পাসারাই' নামে একটি সংগঠন গঠন করেছিল।এখানে আপিলকারী এবং অন্যান্য ১৩ জন অভিযুক্ত এই সংস্থায় নিজেদের নথিভুক্ত করেছেন এবং তারা ১৯৮৮ সালের জুন মাসে একটি অবৈধ কাজ করার জন্য এবং সচিবালয়ে 'নামাক্কাল কবিগনার মালিগাই' নামে রাজ্য সরকারের ভবনে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং উক্ত ষড়যন্ত্রের অগ্রগতিতে, সুকু এবং শানমুগা সুন্দরম তামিলনাড়ু অ্যাডভান্সড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, ত্রিচিতে ইলেকট্রনিক্সের একটি কোর্স করেছিলেন এবং বৈদ্যুতিন টাইমার তৈরির প্রক্রিয়া শিখেছিলেন, যা তাদের দ্বারা তৈরি টাইম বোমার সময় ব্যবহার করা হবে।

৩)রাষ্ট্রপক্ষের পরবর্তী মামলাটি হল যে, ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুকু ইলেকট্রনিক প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট সুইচ, রেজিস্টার নিয়ে এসেছিলেন এবং শানমুগা সুন্দরমকে টাইম বোমার সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ইলেকট্রনিক টাইমার ডিভাইসের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আপিলকারী এবং অন্য দুই অভিযুক্ত কাগজটিতে 'তামিলার পাসারাই' বলে স্লোগান (এম. ও-৭) লিখেছিলেন এবং '২২.০৯.১৯৯০'-এ টাইম বোমার কাছে রেখেছিলেন। বোমাটি অন্য অভিযুক্ত, সুক্কু, নামক্কল কবিগনার মালিগাইয়ের কাছে টাইমার ডিভাইস (এম. ও-৬) সহ বিস্ফোরকযুক্ত জেরিকান (এম. ও-১)-এ বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা ছিল। বোমাটি বিস্ফোরণের আগে সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে প্রধান কনস্টেবল, জি. এম. লক্ষ্য করেছিলেন।মাদ্রাজের সশস্ত্র রিজার্ভের সঙ্গে সংযুক্ত রাজেন্দ্রন (পিডব্লিউ-১) এবং উক্ত বোমাটি পরবর্তীকালে নিষ্ক্রিয় করা হয়। এরপরে, পিডব্লিউ-১ দ্বারা ফোর্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনারকে তথ্য দেওয়া হয়, যিনি তদন্তটি পার্থসারথী (পিডব্লিউ-২১), তৎকালীন ডি. এস. পি.-এর কাছে হস্তান্তর করেন, যিনি প্রাথমিকভাবে বিস্ফোরক পদার্থ আইন, ১৯০৮-এর ৪ ধারার অধীনে এবং বেআইনী ক্রিয়াকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৬৭-এর ১৩ ধারার সাথে পঠিত ২-চ (ঘ) (১) এবং (২) ধারার অধীনে মামলাটি নথিভুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তদন্ত চলাকালীন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ১২০-খ এবং টি.এ.ডি.এ. আইনের ৩ (৩) এবং ৪ (১) ধারার অধীনে এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইন, ১৯০৮-এর ৫ ধারার অধীনে অভিযোগগুলি পরিবর্তন করা হয়েছিল।

৪)২৪.০৯.১৯৯০-এ, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ঘটনার জায়গায় তল্লাশি চালায় এবং বাজেয়াপ্ত জিনিসগুলি আঙুলের ছাপ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। বিস্ফোরক পদার্থ পরীক্ষা করার জন্য চিফ কন্ট্রোলার অফ এক্সপ্লোসিভকেও অনুরোধ করা হয়।

৫) তদন্তের সময় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপরোক্ত অপরাধের বিষয়ে সাক্ষীদের বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। পুলিশ পরিদর্শক সি.বি.সি.আই.ডি. তাঞ্জাবোর, একজন আব্দুল কালামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁর হেফাজত 'কিউ' শাখার পরিদর্শক রমনকে হস্তান্তর করেন।

৬) ১০.০৫.১৯৯৩ তারিখে, পি.ডাব্লিউ-২৬, তৎকালীন পুলিশ সুপার, সি.বি.সি.আই.ডি., চেন্নাইয়ের ফোর্ট স্টেশনের সিআর.নং ১ জি.ও/৯০ সম্পর্কিত মামলার ফাইলটি গ্রহণ করেন। এরপর, তিনি যথাক্রমে ০৪.০৬.১৯৯৩ এবং ১৪.০৭.১৯৯৩ তারিখে অভিযুক্ত সতীশ ওরফে ভাদিভেলু এবং আব্দুল কালামের রিমান্ড বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ পাঠান। তিনি আব্দুল কালাম এবং ভাদিভেলুকে মামলা করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেন এবং অনুমোদনের আদেশ পান।

অভিযুক্ত চন্দ্রনের বিবৃতি পাওয়ার পর, তিনি ০২.০৯.১৯৯৩ তারিখে টি.এ.ডি.এ. আইনের অধীনে চন্দ্রনের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন পান।

৭) তদন্ত শেষ হওয়ার পর, পুলিশ ০৩.০৯.১৯৯৩ তারিখে অভিযুক্ত নং ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত এবং অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে টি.এ.ডি.এ. আইনের ধারা ১২০-বি সহ পঠিত ৩(৩), (৪)(১) এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৫ এবং ধারা ৭ সহ পঠিত ৩৫(১)(ক), ধারা ৩ সহ পঠিত অস্ত্র আইনের ধারা ২৫(১)(খ) এর অধীনে অভিযোগপত্র দাখিল করে। এরপর, বিশেষ জজ কর্তৃক উপরোক্ত মামলায় সাক্ষীদের বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয়।

৮) মামলার পরবর্তী মামলা ছিল যে, ২৪.০৫.২০০৭ তারিখে, চেন্নাইয়ের সিআইডি হেড কোয়ার্টার্সের 'কিউ' শাখার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, পিডব্লিউ-২৮, পিডব্লিউ-২৮, মান্নারকুডি পি.এস. ক্র. নং. ৯৫৪/৯৪ এর সাথে সম্পর্কিত ডিএসপি 'কিউ' শাখা তানজাভোর কর্তৃক আপিলকারী অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের কথা জানতে পারেন এবং আপিলকারী যেহেতু মামলার সাথে জড়িত ছিলেন, তাই তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অবহিত করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, পিডব্লিউ-২৬ ২৫.০৭.২০০৭ থেকে ২৭.০৭.২০০৭ পর্যন্ত আপিলকারীর পুলিশ হেফাজতের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পুলিশ হেফাজতের সময়, আপিলকারী স্বেচ্ছায় তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে চেয়েছিলেন এবং তাই তাকে পিডব্লিউ-২৭ কর্তৃক প্রদত্ত একটি রিকুইজিশন, প্রদর্শনী. পি-৫৫ সহ ২৬.০৭.২০০৭ তারিখে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, পিডব্লিউ-২৮ এর সামনে হাজির করা হয়েছিল। ২৭.০৭.২০০৭ তারিখে, পিডব্লিউ-২৮, টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারার অধীনে আনুষ্ঠানিকতা পালন করে অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করে, যেমন, প্রদর্শনী পি-৫৬ এবং পি-৫৭। পিডব্লিউ-২৮ উক্ত বিধান অনুসারে একটি পরিশিষ্ট তৈরি করে এবং আপিলকারীকে আদালতে হাজির করার জন্য ডিএসপির কাছে হস্তান্তর করা হয়। সমস্ত কার্যবিবরণী ২৭.০৭.২০০৭ তারিখে বিশেষ বার্তাবাহকের মাধ্যমে মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি সিল করা খামে পাঠানো হয়।

৯) এরপর, আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়, তাকে পড়ে শোনানো হয় এবং ব্যাখ্যা করা হয়। তবে, জিজ্ঞাসাবাদের সময়, আপিলকারী অভিযোগ অস্বীকার করেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ ২৮ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে আপিলকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আপিলকারীকে ডি.ডাব্লিউ.-১ হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ডি.ডাব্লিউ.-১ থেকে ডি.ডাব্লিউ.-৭ নথিপত্র দাখিল করেন। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, মনোনীত আদালত আপিলকারীকে উপরোক্ত শর্তে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

১০) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী এস. নাগামুথু দাখিল করেছেন যে মনোনীত আদালত আপিলকারীর স্বীকারোক্তি (যেমন, পৃ-৫৭) এর উপর নির্ভর করেছেন। কথিত স্বীকারোক্তি নথিকারী পিডব্লিউ-২৮,

কর্তার সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[১] মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকাগুলি সতর্কতার সাথে অনুসরণ করেনি। স্বীকারোক্তিটি একটি স্বাধীন পরিবেশে নথিভুক্ত করা হয়নি। স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার সময় টি.এ.ডি.এ. আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি এবং তার অধীনে তৈরি নিয়মগুলি অনুসরণ করা হয়নি। এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে স্বীকারোক্তিটি স্বেচ্ছাচারী নয় বলে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই প্রসঙ্গে, তিনি পক্ষগুলির মৌখিক প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের নিয়ে গেছেন। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে অভিযুক্ত পরবর্তীকালে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অতএব, স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হলেও, এটি একটি দুর্বল প্রমাণ এবং স্বাধীন উত্স থেকে সমর্থনের অভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার একমাত্র প্রমাণ হতে পারে না।এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে সহ-অভিযুক্তের (প্রদর্শনী পি-২৬ এবং পি-২৭) স্বীকারোক্তি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ আপিলকারীর সাথে এই দুই অভিযুক্তের কোনও যৌথ বিচার হয়নি। সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি প্রমাণের মূল অংশ নয়। ১৯৯৩ সালে উক্ত ধারাটি সংশোধন করে প্রবর্তিত টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ (১) ধারার শর্তাবলী, যা প্রকৃতপক্ষে, সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারার পরিপূরক, একটি যৌথ বিচার হওয়া উচিত বলে আদেশ দেয়। অতএব, তিনি জমা দেন যে মনোনীত আদালত এস দ্বারা আপিলকারীর দোষী সাব্যস্তকরণ আইনে টেকসই নয়।

১১) অন্যদিকে, প্রত্যর্থী-রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী জয়ন্ত মুথ রাজ মনোনীত আদালতের বিতর্কিত রায়কে সমর্থন করেছেন।

১২) আমরা বারে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর জমা দেওয়া বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি এবং নথিতে রাখা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

১৩) মনোনীত আদালত ২৭.০২.২০০৭ (প্রদর্শক পি-৫৭)-এ করা আপিলকারীর স্বীকারোক্তি এবং অন্য দুই সহ-অভিযুক্তের (প্রদর্শক পি-২৬ এবং পি২৭) স্বীকারোক্তির বিবৃতির ভিত্তিতে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

১৪) অতএব, বিবেচনার জন্য প্রথম প্রশ্ন হল আপিলকারী স্বেচ্ছায় এবং সত্যতার সাথে স্বীকারোক্তি (প্রদর্শনী .পি-৫৭) করেছেন কিনা।

১৫) স্বীকারোক্তি আইনটি ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ২৪ থেকে ৩০ ধারায় সন্নিবেশিত। স্বীকারোক্তি হল স্বীকারোক্তির একটি রূপ যা ফৌজদারি অভিযোগে সরাসরি অপরাধ স্বীকারের সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রসঙ্গে, পাকলা নারায়ণ স্বামী বনাম সম্রাট[২]-এ প্রিভি কাউন্সিলের পর্যবেক্ষণগুলি লক্ষ্য করার জন্য প্রাসঙ্গিক যা নিম্নরূপঃ

---

১)১৯৯৪ (৩) এস. সি. সি ৫৬৯

২)১৯৩৯ পিসি ৪৭

"....একটি স্বীকারোক্তি অবশ্যই একটি অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকার করতে হবে, অথবা যে কোনও হারে যথেষ্ট পরিমাণে সমস্ত সত্য যা অপরাধ গঠন করে। একটি গুরুতরভাবে অপরাধমূলক সত্যের স্বীকারোক্তি, এমনকি একটি চূড়ান্তভাবে অপরাধমূলক সত্য নিজেই একটি স্বীকারোক্তি নয়... "

১৬) এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যে স্বীকারোক্তি তার স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত নয়, তা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্ররোচনা, হুমকি বা প্রতিশ্রুতির কারণে সৃষ্ট স্বীকারোক্তিকে স্বেচ্ছামূলক স্বীকারোক্তি বলা যায় না। স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছামূলক কিনা তা মূলত একটি সত্যের প্রশ্ন। রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) বনাম নয়জোত সান্ধু[৩]-তে এই আদালত এই দিকটি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছেঃ

২৯) স্বীকারোক্তিকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয় কারণ কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি তার স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি দেবে না যদি না তার বিবেক সত্য বলার জন্য প্ররোচিত করে। "ইচ্ছাকৃত এবং স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকারোক্তি, যদি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তবে আইনের সবচেয়ে কার্যকর প্রমাণগুলির মধ্যে রয়েছে।" (ভিডিও টেলরের ট্রিটাইজ অন দ্য ল অফ এভিডেন্স, খণ্ড ১) তবে, স্বীকারোক্তির উপর কাজ করার আগে আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে এটি স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় করা হয়েছিল। আশা বা সুবিধা, পুরষ্কার বা অনাক্রম্যতা বা বলপূর্বক বা সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকির দ্বারা প্ররোচিত ভয় দ্বারা স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ গঠন করতে পারে না।স্বীকারোক্তির প্রকৃতি এবং পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে স্বীকারোক্তি দেওয়া উচিত ছিল। যদি আদালত কোনও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ পোষণ করে যে এই উপাদানগুলি সন্তুষ্ট হয় না, তবে আদালতকে স্বীকারোক্তি বিবেচনা থেকে বিরত থাকতে হবে। একইভাবে স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করা কর্তৃপক্ষ, তা সে ম্যাজিস্ট্রেট হোক বা প্রাক-বিচার পর্যায়ে অন্য কোনও বিধিবদ্ধ কর্মকর্তা, স্বীকারোক্তিকে ভয়, চাপ বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্ররোচিত কিছু সুবিধা বা পুরষ্কারের আশা থেকে মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে অভিযুক্ত এগিয়ে এসেছে কিনা সে বিষয়ে অবশ্যই নিজেকে সম্বোধন করতে হবে।পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন অভিযুক্তের ভয় ও আতঙ্ক, উদ্বেগ ও হতাশার অবস্থায় আবৃত থাকার কঠোর বাস্তবতা স্বীকার করে, সাক্ষ্য আইন পুলিশ অফিসারের কাছে করা স্বীকারোক্তির গ্রহণযোগ্যতা বাদ দিয়েছে।"

১৭) টি.এ.ডি.এ. আইনের ধারা ১৫ (১) হল উক্ত আইনের অধীনে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প।

---

৩)(২০০৮) ১১ এস. সি. সি ৬০০

আইনের এই বিধানটি সাক্ষ্য আইনের ২৫ থেকে ৩০ ধারার বিধান থেকে বিচ্যুতি। টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারা সাক্ষ্য আইন এবং ফৌজদারি কার্যবিধি থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে।কর্তার সিং (উপরে)-এর একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ, আদালত উক্ত বিধানের বৈধতা বহাল রেখে স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার সময় অনুসরণ করার জন্য কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকাগুলি নিশ্চিত করার জন্য জারি করা হয়েছে যে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের চেয়ে কম পদমর্যাদার কোনও পুলিশ অফিসারের দ্বারা প্রাক-অভিযোগ জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত স্বীকারোক্তি কোনও দোষের সাথে কলঙ্কিত নয়, তবে স্বীকৃত এবং স্বীকৃত নান্দনিক নীতি এবং মৌলিক ন্যায্যতার সাথে কঠোরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। এই নির্দেশিকাগুলি হলঃ

(১) স্বীকারোক্তিটি একটি মুক্ত পরিবেশে একই ভাষায় নথিভুক্ত করা উচিত যেখানে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয় এবং তার দ্বারা বর্ণিত হয়;

(২) যে ব্যক্তির কাছ থেকে আইনের ১৫ (১) ধারার অধীনে স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করা হয়েছে, তাকে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা উচিত, যার কাছে স্বীকারোক্তি অযৌক্তিক বিলম্ব ছাড়াই যান্ত্রিক যন্ত্রে লিখিত বা নথিভুক্ত করা স্বীকারোক্তির মূল বিবৃতি সহ বিধি ১৫ (৫) এর অধীনে পাঠানো প্রয়োজন।

(৩) প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত অভিযুক্তের দ্বারা উপস্থাপিত বিবৃতি, যদি থাকে, তা যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা এবং তার স্বাক্ষর নেওয়া এবং নির্যাতনের কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিকে সহকারী সিভিল সার্জন পদমর্যাদার চেয়ে কম নয় এমন কোনও মেডিকেল অফিসারের সামনে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য হাজির করার নির্দেশ দেওয়া উচিত;

(৪) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, মহানগর শহরগুলিতে সহকারী পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার নিচে এবং অন্য কোথাও ডেপুটি পুলিশ সুপার বা সমমানের পদমর্যাদার কোনও পুলিশ আধিকারিকের ১৯৮৭ সালের এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনও অপরাধের তদন্ত করা উচিত নয়।

এই আইনের কঠোর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এটি প্রয়োজনীয়। আরও বেশি করে যখন দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ ধারা ১৭ এর অধীনে এবং অনৈতিক ট্র্যাফিক প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৬

ধারা ১৩ এর অধীনে, কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারকে সেই নির্দিষ্ট আইনের অধীনে অপরাধ তদন্ত করার ক্ষমতা দেয়।

(৫) পুলিশ অফিসার যদি বিচার বিভাগীয় হেফাজত থেকে কোনও ব্যক্তির প্রাক-অভিযোগ বা প্রাক-বিচার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজত চান, তবে তাকে অবশ্যই তার দ্বারা শপথ করা একটি হলফনামা দাখিল করতে হবে যা কেবল এই ধরনের হেফাজতের কারণই নয়, পুলিশ হেফাজত চাইতে বিলম্বের কারণও ব্যাখ্যা করে;

(৬) যদি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া ব্যক্তিটি সংবিধিবদ্ধ সতর্কবার্তা পেয়ে যে সে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য নয় এবং যদি সে তা করে তবে উক্ত বিবৃতিটি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তার নীরবতার অধিকারকে দৃঢ়ভাবে দাবি করে, তবে পুলিশ অফিসারকে অবশ্যই প্রকাশের বিবৃতি দেওয়ার জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা ছাড়াই তার দাবি করার অধিকারকে সম্মান করতে হবে।

১৮) জামিল আহমেদ বনাম রাজস্থান রাজ্য[৪] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে, যখন কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে টি.এ.ডি.এ. আইনের বিধান অনুযায়ী কোনও অপরাধের অভিযোগ আনা হয়, তখন সে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে ইচ্ছুক হয় এবং যদি এই ধরনের বিবৃতি পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নিচে না থাকা কোনও আধিকারিকের দ্বারা সেই ধারায় প্রদত্ত পদ্ধতিতে দেওয়া হয় এবং নথিভুক্ত করা হয়, তবে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। এই মামলায় নথিভুক্ত ফলাফলগুলি নিম্নরূপঃ

৩৫) এই আপিলগুলিতে বর্ণিত আইনি যুক্তিগুলি সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধানগুলি সংক্ষিপ্ত করতে, আমরা দেখতে পাইঃ

(i) যদি স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিটি সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়, টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারার বাধ্যতামূলক বিধান এবং তার অধীনে তৈরি বিধিগুলি সন্তুষ্ট করে এবং যদি আদালত এটি স্বেচ্ছায় এবং সত্যতার সাথে করা হয়েছে বলে মনে করে তবে উক্ত স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তি প্রস্তুতকারকের উপর একটি দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট।

(ii) এই ধরনের স্বীকারোক্তির জন্য সমর্থন প্রয়োজন কি না, প্রতিটি মামলার তথ্যের ভিত্তিতে এই ধরনের স্বীকারোক্তি বিবেচনা করা আদালতের বিষয়।

(iii) সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এই ধরনের স্বীকারোক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, সতর্কতার বিষয় হিসেবে,

---

৪)(২০০৩) ৯ এস.সি.সি ৬৭৩

একটি সাধারণ সমর্থন চাওয়া উচিত বলে ধরে নিতে হবে, তবে যেসব ক্ষেত্রে আদালত সন্তুষ্ট হন যে এই ধরনের স্বীকারোক্তির সম্ভাব্য মূল্য এমন যে এর জন্য সমর্থনের প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে এটি সহ-অভিযুক্তের এই ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সমর্থন ছাড়াই দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। তবে এটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, যখন এই ধরনের স্বীকারোক্তি সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হয়, তখন সমর্থনের প্রয়োজন হয়।

(iv) প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একই ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণের প্রকৃতি সাধারণ প্রকৃতির, যদি না আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে এই ধরনের প্রমাণ কোনও নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের কারণেও বস্তুগত তথ্যের উপর হওয়া উচিত। সুতরাং প্রমাণের মাত্রাটি প্রয়োজন যা স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিতে উল্লিখিত তথ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয়।

(v) টি.এ.ডি.এ. বিধির ১৫ নং বিধির উপ-বিধি (৫)-এর প্রয়োজনীয়তা যা প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পাঠানোর কথা বিবেচনা করে, যার পরিবর্তে, এটি মনোনীত আদালতে পাঠাতে হবে তা বাধ্যতামূলক নয় এবং এটি কেবল ডিরেক্টরি। তবে, মনোনীত আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সরাসরি প্রেরণের বিষয়টি বিবেচনা করে আদালতকে প্রতিটি মামলার তথ্যে সন্তুষ্ট হতে হবে যে মামলার তথ্যে স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের সরাসরি প্রেরণ উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ তৈরি করে কিনা।

১৯)এই নীতিগুলি মাথায় রেখে, আসুন আমরা বিবেচনা করি যে আপিলকারীর স্বীকারোক্তিটি স্বেচ্ছামূলক এবং সত্য ছিল কিনা। আপিলকারীকে ডিডাব্লু-আই হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার প্রমাণের মধ্যে তিনি বলেছেন যে চেন্নাই বিমানবন্দর থেকে ফেরার সময় তাকে ১৯.০৫.২০০৭ এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে দুই দিনের জন্য আটকে রাখা হয়েছিল এবং ত্রিচি, "কিউ" শাখা অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানে এক দিনের জন্য রাখা হয়েছিল। এই সময়কালে, পুলিশ তাকে নির্যাতন করেছে বলে অভিযোগ। ২২.০৫.২০০৭ তারিখে তাকে ত্রিচির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল এবং আদালত তাকে ২৫.০৭.২০০৭ পর্যন্ত রিমান্ডে পাঠিয়েছে। পিডব্লিউ-২৭ অভিযুক্তের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের জন্য আবেদন করে এবং

২৫.০৭.২০০৭ থেকে ২৭.০৭.২০০৭ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত লাভ করে। ২৫.০৭.২০০৭ তারিখে, যখন আপিলকারী পুলিশের গাড়িতে বসে ছিলেন, তখন 'কিউ' শাখার পরিদর্শক মিঃ রাজেন্দ্রন তাকে বলেছিলেন যে তাকে কিছু কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে, অন্যথায় তাকে পুলিশ হেফাজতে হত্যা করা হবে। একই দিনে যখন তাকে মনোনীত আদালতে আনা হয়, তখন তিনি বিজ্ঞ বিচারককে একই কথা জানান এবং একটি পিটিশন (প্রদর্শনী ডি-১) দেন যাতে বলা হয় যে পুলিশ তাকে নির্যাতন করেছে এবং কথিত ঘটনার সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। যখন তাকে আবার মনোনীত আদালতে হাজির করা হয়, স্বীকারোক্তি বিবৃতি নথিভুক্ত করার পরে, তিনি একটি পিটিশন (প্রদর্শক ডি-২) দিয়েছিলেন যে তিনি পিডব্লিউ-২৮-এর আগে কোনও অপরাধমূলক বিবৃতি দেননি।

২০) ২৬.০৭.২০০৭ তারিখে, পি.ডাব্লিউ.-২৯ আপিলকারীকে পি.ডাব্লিউ. ২৮ এর সামনে হাজির করেন। পি.ডাব্লিউ.-২৮ তার জেরাকালে বলেছেন যে ২৬.০৭.২০০৭ তারিখে আসামিকে হাজির করার আগে পর্যন্ত অভিযুক্ত পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। ২৬.০৭.২০০৭ তারিখে, যদিও এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে যে অভিযুক্তকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং উত্তরগুলি বের করা হয়েছিল, তবুও এমন কোনও নথিভুক্ত নেই যা দেখায় যে আপিলকারী-অভিযুক্তকে টি.এ.ডি.এ. আইনের ধারা ১৫ এবং টি.এ.ডি.এ. বিধির বিধি ১৫(৩) অনুসারে প্রয়োজনীয় সতর্ক করা হয়েছিল। তার জেরাকালে পি.ডাব্লিউ.-২৮ বলেছে যে তিনি অভিযুক্তকে সতর্ক করেছিলেন যা কোনও সমসাময়িক নথিভুক্ত দ্বারা সমর্থিত ছিল না, যেমন, ২৬.০৬.২০০৭ তারিখের প্রদর্শনী. পি-৫৬। যেমনটি দেখা যায় প্রদর্শনী পি-৫৭ অনুসারে, আপিলকারীকে কেবল দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং উত্তরগুলি দেওয়া হয়েছিল, যা টি.এ.ডি.এ. আইন এবং টি.এ.ডি.এ. বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় কোনও সতর্কতা প্রতিফলিত করে না। পি.ডাব্লিউ.-২৮ এর প্রমাণ হল যে তিনি ২৬.০৭.২০০৭ তারিখে যে সতর্কীকরণ দিয়েছিলেন তা তিনিই দিয়েছিলেন। ২৬.০৭.২০০৭ বা ২৭.০৭.২০০৭ তারিখে সতর্কীকরণটি দেওয়া হয়েছিল তা দেখানোর জন্য কোনও সমসাময়িক নথিভুক্ত নেই। ২৭.০৭.২০০৭ তারিখে জিজ্ঞাসা করা দ্বিতীয় প্রশ্নটি (প্রদর্শনী পি-৫৭) অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই প্রশ্নে পি.ডাব্লিউ.-২৮ অভিযুক্তকে কেবল ব্যাখ্যা করেছে যে তাকে কেবল তার বক্তব্য নথিভুক্ত করার জন্য হাজির করা হয়েছিল। তিনি অভিযুক্তকে ব্যাখ্যা করেননি যে তাকে স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার জন্য হাজির করা হয়েছিল।

২১)বিবাদী পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অতিরিক্ত আইনজীবী জেনারেল যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রদর্শক পি-৫৬-এর সাথে সংযুক্ত পাদটীকাটি টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারা এবং টি.এ.ডি.এ. বিধির ১৫ ধারা পূরণ করবে। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই বিধিগুলি মেনে চলা কোনও খালি আনুষ্ঠানিকতা বা কেবল প্রযুক্তিগত বিষয় নয় কারণ এই বিধানগুলি ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত করা ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি আইনগত উদ্দেশ্য পূরণ করে। নথিতে থাকা সম্পূর্ণ কার্যধারায় অভিযুক্তের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রশ্ন এবং উত্তর সহ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে মনের প্রয়োগ প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কেবল একটি সার্টিফিকেটে নথিভুক্ত করা কেবল নিয়মের প্রযুক্তিগত পালন হিসাবে গণ্য হবে তবে এটি বিবৃতির স্বেচ্ছাসেবীতা প্রমাণ করবে না।

আইনে, এটি নিয়মগুলির প্রযুক্তিগত পালন নয়, তবে স্বীকারোক্তির স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে প্রকৃত সন্তুষ্টি অনিবার্য।

২২)এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পুলিশ আধিকারিকের দ্বারা নথিভুক্ত স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে ধারা ১৬৪ সি.আর.পি.সি.-এর অধীনে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা নথিভুক্ত স্বীকারোক্তির সমতুল্য। সুতরাং, উক্ত স্বীকারোক্তিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। অতএব, ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা অনুসরণ করা সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা পুলিশ আধিকারিকেরও অনুসরণ করা উচিত ছিল। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে ধারা ১৬৪ সি.আর.পি.সি.-এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টিতে পৌঁছেছে, যদি সন্দেহজনক হয়, তবে পুরো স্বীকারোক্তিটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

২৩)তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে পিডব্লিউ-২৮-এর দেওয়া প্রশ্ন এবং প্রাপ্ত উত্তর এবং অভিযুক্ত যে পদ্ধতিতে বিবৃতি দিয়েছে তার থেকে সমস্ত ভিত্তি খুঁজে বের করতে হবে যে বিবৃতিটি স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়েছিল কি না। যদি শংসাপত্রটি উপরের কোনও ইনপুট দ্বারা সমর্থিত না হয়, তবে শংসাপত্রটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। পুলিশ অফিসার তার নিজের কল্পনা থেকে এই শংসাপত্রটি নথিভুক্ত করতে পারবেন না এবং পুরো কার্যধারায় প্রতিফলিত হওয়া উচিত যে শংসাপত্রটি যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে, বিবৃতির স্বেচ্ছাসেবকতা প্রমাণ করার জন্য নথিভুক্তে কিছুই নেই। প্রদর্শনী ডি-১ এবং ডি-২ এবং অন্যান্য পরিস্থিতি দেখাবে যে আপিলকারী স্বেচ্ছায় বিবৃতি দিতে পারতেন না। অতএব, আপিলকারীর স্বীকারোক্তি বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন।

২৪) বিবেচনার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল আরও দুই সহ-অভিযুক্তের (প্রদর্শক পি-২৬ এবং পি-২৭) বিবৃতি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা।

২৫) সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অপরাধের পুলিশ সুপার (পিডব্লিউ-২০) দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। আপিলকারী পলাতক ছিলেন, তাই বিচারিক আদালত কর্তৃক ঘোষণার আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং তারপরে মামলাটি আপিলকারীর বিরুদ্ধে বিভক্ত করা হয়েছিল। আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি পৃথক বিচার পরিচালিত হয়েছিল এবং আপিলকারী-অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে বিতর্কিত রায় মনোনীত আদালত দ্বারা পাস করা হয়েছে।

২৬) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের যুক্তি হল যে, আপিলকারী টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য নিজের ভুলের সুযোগ নিতে পারবেন না।

২৭) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী বলেছেন যে দুই সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি বিবৃতি প্রমাণ হিসাবে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ আপিলকারীর সাথে এই দুই সহ-অভিযুক্তের কোনও যৌথ বিচার হয়নি। অতএব, প্রদর্শনী পি-২৬ এবং প্রদর্শনী পি-২৭ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২৮) ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য একটি যৌথ বিচার হতে হবে। যদি কোনও যৌথ বিচার না হয়, তবে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি প্রমাণ হিসাবে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাই, অন্য সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে এটি নেওয়া যাবে না।কর্তার সিং (উপরে) মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ, ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারা এবং টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারার মধ্যে আন্তঃক্রিয়া বিবেচনা করার সময় বলেছিল যে, টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারা অনুসারে, ১৯৯৩ সালের সংশোধনীর পরে, সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিও প্রমাণের একটি মূল অংশ, তবে শর্ত থাকে যে একটি যৌথ বিচার রয়েছে।

২৯) রাজ্য বনাম নলিনী এবং অন্যান্যরা[৫] মামলায় বিচারপতি কাদরি রায় দিয়েছেন যে টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারার অধীনে অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি তার সাথে যৌথভাবে বিচার করা সকলের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য। এটি এইভাবে আদেশ করা হয়েছেঃ

৬৮৮) টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ (১) ধারার অধীনে নথিভুক্ত স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের ২৪ থেকে ৩০ ধারার প্রয়োগ বাদ দিয়ে, কোনও অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং টি.এ.ডি.এ. আইন বা তার অধীনে তৈরি বিধি বা অন্য কোনও আইনের অধীনে অপরাধের জন্য সহ-অভিযুক্ত, প্ররোচক বা ষড়যন্ত্রকারীর সাথে তার বিচারে এর গ্রহণযোগ্যতা যা একই বিচারে তার বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তার সাথে যৌথভাবে বিচার করা যেতে পারে। এইভাবে 'টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারায় সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারার প্রয়োজনীয়তা আমদানি করার কোনও জায়গা নেই।

৬৮৯) টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ (১) ধারার অধীনে আমার মতে, অবস্থানটি অনেক বেশি শক্তিশালী, কারণ এটি বলে।

"পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার নয় এমন কোনও পুলিশ অফিসারের সামনে কোনও ব্যক্তির দ্বারা স্বীকারোক্তি এবং লিখিতভাবে অথবা

---

৫) (১৯৯৯) ৫ এস. সি. সি ২৫৩

ক্যাসেট, টেপ বা সাউন্ডট্র্যাকের মতো কোনও যান্ত্রিক ডিভাইসে নথিভুক্ত করা, যার শব্দ বা ছবি পুনরুত্পাদন করা যেতে পারে, এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে অপরাধের জন্য সেই ব্যক্তি বা সহ-অভিযুক্ত, সহায়তাকারী বা ষড়যন্ত্রকারীর বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে, তবে শর্ত থাকে যে সহ-অভিযুক্ত, সহায়তাকারী বা ষড়যন্ত্রকারীকে অভিযুক্তের সাথে একই মামলায় অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচার করা হয়।"

ধারা ১৫-এর উপ-ধারা (১)-এর ভাষায়, অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিকে তার সাথে যৌথভাবে বিচার করা সকলের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করা হয়, তাই এটি অন্তর্নিহিত যে একসঙ্গে বিচার করা সকলের বিরুদ্ধেও এটি বিবেচনা করা যেতে পারে। বিষয়টির এই দৃষ্টিতে, অভিযুক্ত সহ-অভিযুক্ত, প্ররোচক বা ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে অভিযুক্ত এবং অভিযুক্তের সাথে একই মামলায় অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির বিবেচনার জন্য সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারা প্রয়োগ করার দরকার নেই।

"৩০) জামিল আহমেদ (উপরে), এই আদালত উপরোক্ত অবস্থানটি নিম্নরূপে পুনর্ব্যক্ত করেছেন:

"৩০).....অতএব, আমরা লক্ষ্য করেছি যে আইনত গৃহীত নীতি হল টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারার অধীনে নথিভুক্ত করা একজন অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তার সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়, যদি সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের একসাথে বিচার করা হয়।"

৩১) তাৎক্ষণিক মামলায়, কোনও সন্দেহ নেই যে, আপিলকারী পলাতক ছিলেন। এই কারণেই, অন্য দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে আপিলকারীর যৌথ বিচার অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উপরে যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে, টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ নং ধারায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, যে স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করা হয়েছে তা সহ-অভিযুক্তের অপরাধের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে অভিযুক্ত স্বীকারোক্তি দেয় তার সাথে একই মামলায় বিচার করা হবে। আমরা মনে করি, যদি কোনও কারণে, যৌথ বিচার অনুষ্ঠিত না হয়, তবে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি অন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যায় না, যিনি একই মামলায় পরবর্তী সময়ে বিচারের মুখোমুখি হবেন।আমরা আরও মতামত দিচ্ছি যে, আমরা যদি উত্তরদাতা-রাষ্ট্রের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তি মেনে নিই, তবে এটি ১৯৯৩ সালে সংশোধিত টি.এ.ডি.এ. আইনের ১৫ ধারার পরিধি পুনরায় লেখার মতোই ভাল।

৩২) অনন্ত দীক্ষিত বনাম রাজ্য[৬] মামলায় উড়িষ্যা হাইকোর্ট সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারার অধীনে অনুরূপ মামলা বিবেচনা করছিল।

---

৬) ১৯৮৪ সি.আর.এল এল. জে. ১১২৬

এই মামলায় আপিলকারী পলাতক ছিলেন। বিবেচনার জন্য প্রশ্ন ছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের স্বীকারোক্তি যা আগে বিচার করা হয়েছিল, আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা। আদালত বলেছিল যে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি বর্তমান আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আদালত স্থির করা হয়েছেঃ

৭)বিজ্ঞ বিচারিক বিচারকের নথি অনুযায়ী, অভিযুক্ত নরেন্দ্র বাহেরা, যার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের উপর নির্ভর করা হয়েছিল, তার বিচার এর আগে করা হয়েছিল এবং আপিলকারী এবং সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইনা দাসের সঙ্গে যৌথভাবে করা হয়নি। অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং কেবল তার বিরুদ্ধে নয়, একই অপরাধের জন্য তার সাথে যৌথভাবে বিচার করা সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ধারা ৩০ এমন একটি মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে একই সময়ে করা হয় যার বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি ব্যবহার করা হয়। পূর্বে বিচার করা অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি অগ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে।অতএব, সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির প্রমাণমূলক মূল্য ছাড়াও, নরেন্দ্র বেহেরার স্বীকারোক্তি বর্তমান আপিলকারী এবং সহ-অভিযুক্ত বাইনা দাসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারার অধীনে গ্রহণ করা হবে না।

'আমরা হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

৩৩) আমাদের অভিমত হল যে, যেহেতু অন্য দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার পৃথক ছিল, তাই তাদের স্বীকারোক্তি বিবৃতি (প্রদর্শক পি-২৬ এবং পি-২৭) প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটিকে আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে নেওয়া যাবে না।

৩৪)উপরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, মনোনীত আদালত আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল না। সেই অনুযায়ী আপিল মঞ্জুর করা হল। ক্যালেন্ডার মামলা নং ১/২০০৭-এ চেন্নাইয়ের মনোনীত আদালত নং ২-এর প্রিসাইডিং বিচারক কর্তৃক ৪.১২.২০০৯ তারিখে প্রদত্ত রায় এবং আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল এবং আপিলকারী-অভিযুক্তকে যে অপরাধের জন্য তার বিচার করা হয়েছিল তা থেকে খালাস দেওয়া হল। এই আদালত ২৫.১০.২০১০ তারিখের আদেশে আপিলকারীকে জামিন মঞ্জুর করেছিলেন। অতএব, তাকে মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আপিলকারী এবং জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত জামিন বন্ড, যদি থাকে, বাতিল করা হল।

দেবিকা গুজিরাল

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal